স্কুল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সমস্যা

নতুন বছরের শুরুতে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার মৌসুম শুরু হয়েছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও সরকারি-বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি হতে আগ্রহী বিপুল ছাত্রছাত্রী ভিড় জমিয়েছে। রাজধানীতে ২৪টি সরকারি স্কুলের ২০০১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় ৭ হাজার আসনে প্রায় ৩০ হাজার শিশু-কিশোর অংশ নেবে। আগামী ৯ থেকে ১১ই জানুয়ারি ৩ দিন স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষায় তীব্র প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে শিশুরা কাঙ্ক্ষিত ভাল স্কুলে পড়ার সুযোগ পাবে কিনা তা নিয়ে উৎকণ্ঠায় রয়েছেন অভিভাবকরা।

দেশে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও ভাল লেখাপড়া হয় এমন মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। বৃহত্তর মেট্রোপলিটন শহর, জেলা সদর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে থানা সদরে অল্প কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো ভাল হিসেবে বিবেচিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিভাবকদের জন্য এসব ভাল স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করতে পারাটা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের অবশ্য শিশুদের ভর্তির ব্যাপারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কম। কেননা তাদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল। এ সকল ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের মানও যথেষ্ট উন্নত। এ ক্ষেত্রে নিম্নবিত্তরা অবশ্য একেবারেই নিরুদ্বেগ। তাদের সন্তানদের ভাল স্কুলে পড়ানোর তাগিদ এবং সঙ্গতি কোনটাই নেই। হাতের কাছে যেনতেন একটা স্কুলে তাদের সন্তানদের নামটা লেখানো থাকলেই তারা বর্তে যান। ভর্তি সমস্যাটা প্রকট হয়ে দেখা দেয় শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিভাকদের জন্যই।

রাজধানীতে বিভিন্ন মানের সহস্রাধিক স্কুল থাকলেও ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া যায় এমন সরকারি স্কুল আছে মাত্র ২৪টি। অবশ্য দু একটি স্কুল আছে তৃতীয় শ্রেণী থেকে। আর এ ২৪টি সরকারি স্কুলের প্রতি নগরীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিভাবকদের আগ্রহ বেশি। কারণ এসব স্কুলে বেতন কম, অন্যান্য খরচও কম। এছাড়া অন্য একটি আকর্ষণ হচ্ছে- এ সকল স্কুলে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে একবারে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়া যায়। স্কুল পরিবর্তন করে আবার অন্য স্কুলে ভর্তি হওয়ার ধকল পোহাতে হয় না।

চট্টগ্রাম মহানগরীতেও ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ভর্তি নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা শুরু হয়েছে। আগামী ১৪ই জানুয়ারি থেকে নগরীর সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম মহানগরীতে মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১শ ২৪টি। এর মধ্যে ৯টি সরকারি এবং ৩৪টি বিদ্যালয় পরিচালিত হয় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের অধীনে। বাদবাকি ৮১টি বিদ্যালয় বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এখানেও সরকারি বিদ্যালয়গুলোতেই ভর্তির চাপ বেশি থাকে।

ভর্তি সমস্যা বর্তমানে একটি স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর কোন উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। দেশে যে কয়টি ভাল স্কুল আছে তার সাথে নতুন কোন ভাল স্কুল যোগ হচ্ছে না। অথচ বছর বছর ছাত্রছাত্রী বাড়ছে। বাড়ছে ভাল স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর আগ্রহ। এ অবস্থায় আশাভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে অনেক অভিভাবককে দিন গুনতে হচ্ছে। ভর্তি সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি দেশের সার্বিক শিক্ষার মান উন্নয়নের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি ভালভাবে লেখাপড়া হয়, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় তাহলে অল্প কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের চাপ থাকবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে মান এবং সুযোগ-সুবিধার যে বৈষম্য সে বৈষম্য ঘুচিয়ে ফেলতে পারলে ভর্তি সমস্যার সমাধান অনেকটাই সম্ভব। এ জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনেক কিছুই করার আছে। একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আওতায় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে-সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভাল হিসেবে স্বীকৃত সেসব প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে শিক্ষার মান তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধির জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষকরা যদি ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানে আন্তরিক হন, নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান তা হলে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মোটামুটি মানের একটি লেখাপড়ার পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। অভিভাবকদেরও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত লেখাপড়ার বিষয়ে যদি অভিভাবকরা সচেতন হন এবং তত্ত্বাবধান করেন তাহলে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান বাড়বে নিঃসন্দেহে। আর দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাল মান অর্জনের ওপরই নির্ভর করছে ভর্তি সমস্যার সমাধান।